মাচ্ (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry) বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা আমেরিকান সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ১৯৯৮ সাল থেকে মাচ্ প্রকল্প -এর সহযোগী সংগঠন সমূহ (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ এবং কারিতাস বাংলাদেশ) এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনটি বৃহৎ জলাভূমি (শ্রীমঙ্গলের হাইলহাওড়, তুরাগ বংশী নদী এবং কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা এবং শেরপুরের কংসমালিঝি অববাহিকা) অঞ্চলে জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা বর্ষা মৌসুমে এই জলাভূমিগুলো প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা প্রায় ১০০টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয় ১১০টি গ্রামে বসবাসকারী ১,৮৪,০০০ এর উপর লোক এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত

মাছ ধরার অধিকার ও সুযোগঃ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও টেকসই মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাভূমিগুলো ব্যাপকভাবে অবৈধ দখলে চলে গেছে ও অবশিষ্ট জলাভূমিগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে এই সকল জলাভূমিতে মাছের অবস্থা সংকটাপন্ন এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো সরকার যেভাবে বেশীরভাগ মুক্ত জলমহালগুলিতে মাছ ধরার অধিকার দিয়েছে তা মাছের জন্য খুবই ক্ষতিকারক সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর জন্য কয়েক দশক পূর্বে স্বল্প মেয়াদের জন্য জলমহালগুলি ইজারা দেয়া শুরু হয় এই ব্যবস্থা ইজারাদারদের স্বল্প সময়ে অধিক আয়ে প্রলুব্ধ করে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এটি কোনো টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা বা জীব বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটায় না এই প্রতিবেদনটি দরিদ্রদের মাছ ধরার সুযোগ এবং কিভাবে বর্তমান প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিকল্প পদ্ধতি টেকসইত্ব অর্জনে সহায়তা করতে পারে ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে তার ওপর আলোকপাত করছে

পটভূমি

উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কৌশলের আলোকে সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসইত্ব রক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় ও এর নতুন সমাধান খুঁজে পাওয়া দরকার হয়ে পড়ে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উপলব্ধি করে যে, স্থানীয় লোকদের ব্যবস্থাপনা, এবং সম্পদের ব্যবহার সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার যাতে করে তারা তার মূল্য বুঝে এবং তা টেকসইভাবে ব্যবহার করে

মাচ্ শুধু জলমহলের উপরেই গুরুত্ব দেয়নি (সরকার নিয়ন্ত্রিত জলাভূমি কোন একটি বড় জলমহলেরই অংশ), শুকনো মৌসুমে স্থায়ী জলাভূমির বাহিরের অংশ শুকিয়ে যায়, কাজেই ঐ এলাকারও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করছে সমগ্র জলাভূমি অঞ্চলের উৎপাদনের টেকসইত্ব

বর্ধিত মৎস্য উৎপাদন গরীব জেলেদের উপকারে আসে যদি তাদের সেখানে নিরাপদে মাছ ধরার অধিকার থাকে যেহেতু এই সব অঞ্চলের অধিকাংশ জেলেই গরীব ১২৫,০০০ খানার উপর একটি জরিপে দেখা যায় যে (সিবিএফএম-২, ২০০৩) ৮২ শতাংশ পরিবার যারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের অধিকাংশই গরীব এবং প াবণভূমিতেবসবাসরত অর্ধেক গ্রামীন পরিবার মৎস এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল দারিদ্র বলতে শুধু নিম্ন আয়, খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবই বোঝায় না এটি বহুদিক বিশিষ্ট মৎস্যের ক্ষেত্রে এটি অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাথে জড়িত যেমনঃ বেশি মূল্যবান জলাভূমিতে মাছ ধরার সুযোগ বঞ্চিত, ঐতিহ্যবাহী জেলেদের সামাজিক কোণঠাসা হওয়া, মহাজন ও ইজারাদারদের দ্বারা শ্রেণী শোষণ, এবং জেলেদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতা

অর্জিত শিক্ষাঃ

মাছ ধরার অধিকার এবং টেকসইত্ব

কাঠা পদ্ধতিতে মাছ ধরা

২০০০ সালে জলমহলের ইজারা থেকে সরকারের রাজস্ব আয়ের মাত্র ০.০৭ ভাগ (ব্যুরো অফ ষ্ট্যাটিস্টিক্স ২০০১) আসে আইনগত মামলা বিভিন্ন সময় রাজস্ব আদায়কে বাধাগ্রস্ত করে এবং ১৯৯৭-২০০১ সালে ৮ হেক্টরের উপর জলমহল থেকে রাজস্ব আয় কমে গেছে (ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্য, হুদা ২০০৩ কর্তৃক উলে খিত) সেজন্য জলমহল ইজারা সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত কথাটা সত্যি নয় বরং সরকারের রাজস্ব আয়ের জন্য তেমন গ্রহণযোগ্য নয়

ইজারা পদ্ধতি আশি এবং নব্বই এর দশকের প্রথম দিকে জেলেদের জন্য লাইসেন্স প্রদান "নতুন জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতির" আওতায় আনার চেষ্টা করা হয় কিন্তু এটি জেলেদের এবং জলাভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয় যা কিনা সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসইত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

১৯৯৫ সাল থেকে প্রবাহমান জলমহলের ইজারা প্রদান বন্ধ এবং মাছ ধরার অবাদ সুযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলশ্রুতিতে প্রবাহমান নদীগুলোতে অতিরিক্ত মাছ ধরা শুরু হয় এবং স্থানীয় ক্ষমতাবানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে তারা কাঠা এবং নৌকাতে অধিক বিনিয়োগ শুরু করে ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায় উদাহরণ স্বরূপ তুরাগ নদীতে সরকার অভয়াশ্রম এলাকা চিহ্নিত করেছে এবং এর সংরক্ষণের জন্য মাচ্ের আরএমও-দের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু আরএমওরা সেখানে মাছধরার উপর কোন নিয়ন্ত্রন আরোপ করতে পারছেনা যেহেতু নদীর বাকী অংশ মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত

জলমহলের ইজারা পদ্ধতি হচ্ছে একটি পরিচিত পদ্ধতি ইজারার জন্য পরিশোধ করা অর্থ ইজারাদারের মাছ ধরার উপরে একটি সীমা নির্ধারণ করার অধিকার দেয় এই পদ্ধতি ইজারাদারের লাভ অর্জন করার চেয়ে, জলাভূমি সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করা যেতে পারে উদারণস্বরূপ, মাচ্ কর্তৃক গঠিত RMO রা জলাভূমি তাদের জন্য সংরক্ষণ করেছে এবং সেখানে তারা অভয়াশ্রাম সৃষ্টি করেছে এবং বিশেষ ঋতুতে মৎস্য ধরা বন্ধ রাখা হয় এই পদ্ধতিটি বিভন্নি উপাদানের উপর নির্ভরশীল বিশেষ করে সমাজভিত্তিক সংগঠন, স্থানীয় সরকারকে জড়িত করা, এবং অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনা করা এর মধ্যে সমাজ ভিত্তিক সংগঠন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

এই ব্যবস্থায় যদি প্রাথমিক দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ে সরকারের উপর থাকে, মাচ্ এর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তা ঘনিষ্ট তদারকি ও স্থানীয় দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ভাল ফল দেয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় জলাভূমি একটির অধিক উপজেলায় বিস্তৃত থাকে এই ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের কৌশল থাকা দরকার

মাছ ধরার অধিকার এবং দারিদ্র্যঃ

আরএমও প ানিং মিটিং

মাছ ধরার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের শর্ত ভূমি মন্ত্রনালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার চুক্তির কারণে একটি চমৎকার কাঠামো তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে জলমহলগুলো দশ বছরের জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোর জন্য সংরক্ষিত থাকবে উপরন্তু বাৎসরিক ইজারা বৃদ্ধির শর্তটি বিলুপ্ত হয়েছে তবে এই সময় ইজারার পরিমাণ বিগত ৩ বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় এখানে সরকার মৎস্যজীবিদের কাছ থেকে আরও অর্থ আদায়ের উপর জোর দিয়েছেন এবং টেকসই হওয়া বা দারিদ্র্য হ্রাসের চিন্তাটি প্রাধান্য পায়নি

ইজারার হারের মধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, হাইল হাওরে কথা বলা যায় যেখানে বিলগুলোর অধিকাংশেই একই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আওতায় বাল্যাবিলে ২০০৬ সালে ২৬১০ টাকা প্রতি হেক্টর ইজারা হয়েছে (৩৮ এর মধ্যে ১৮ হেক্টরই শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায়) এবং লালের ডোবা বিলে ২০০৬ সালে ৬২৩ টাকা প্রতি হেক্টর ইজারা হয়েছে অধিকন্তু, এখানে প্রতি হেক্টরে মাত্রার অতিরিক্ত চার গুণ বেশী মৎস্যজীবি মাছ ধরে ফলে জনপ্রতি তাদের আয় অনেক কমে গেছে উচ্চ ইজারা জলমহলের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দু-ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে ঐ এলাকার কিছু অংশ অভয়াশ্রমের জন্য আলাদা করে রাখার ক্ষেত্রে সংগঠনগুলো নিরুৎসাহ বোধ করে এবং গরীবদের ওপর অতি উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ে বাধ্য হয় ইজারা মূল্য পরিশোধের জন্য

কাজেই অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের ধারণা পরিহার করা গরীবদের জন্য কল্যাণকর হবে এবং তা মৎস্য সম্পদের উৎপাদন পূনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে অন্য দিকে এতে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে সামান্য প্রভাব পড়বে বস্তুত সরকার পরোক্ষ করের মাধ্যমে কিছু রাজস্ব আদায়ের প্রত্যাশা করতে পারে জলাভুমি যখন টেকসইত্ব রক্ষার জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়, তখন তা মাছ ছাড়া আরো অনেক কিছু দিতে পারে যেমন জলাভিত্তিক গাছ, গোচারণ, পশু খাদ্য, জ্বালানী ইত্যাদি যা সমাজের সকল মানুষের উপকারে আসে এবং অতিরিক্ত আয় দিয়ে স্থানীয় লোকজন অনেক বস্তু এবং সেবা ক্রয় করতে পারে তা থেকে সরকার আরও কিছু ভ্যাট জাতীয় রাজস্ব পেতে পারে এর একটি নজির ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে,ভূমি মন্ত্রণালয় ৫০১ টাকার বিনিময়ে কিছু জলমহল ইজারা দেয়, সেখানে মাচ্ প্রকল্প স্থায়ী অভয়াশ্রম তৈরি করতে সহায়তা করেছে সে অভয়াশ্রমগুলো মাছ ধরা ও অন্যবিধ ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ এই অভয়াশ্রম মূলত আশপাশের জলাভূমি এলাকায় মাছের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, মৎস্যের পরিমাণ বাড়ার কারণে জলাভূমির সম্পদ ব্যবহারকারীর আয় এবং খাদ্য বৃদ্ধি পেয়েছে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত আয়ের সূচনা হয়েছে যা স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি সাধন করেছে এবং অতিরিক্ত পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করেছে

২০০১ ও ২০০৩ সালে সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সমস্ত জলমহল পর্যায়ক্রমে মৎস্য এবং পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করবে, কিন্তু তা হয়নি যদি তা হত তাহলে তা একটি প্রশাসনিক জটিলতার জন্ম দিত যার কারণে টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনার অতি জরুরী চিন্তাভাবনাটি দীর্ঘায়িত হত্ব মাচ্ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা অভ্যন্তরীণ মৎস্য ধরার কৌশলের সুপারিশমালার সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ; উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটি থাকে তাকে উপজেলা মৎস্য কমিটি বলা হয় তারা সবচেয়ে যোগ্য প্রতিষ্ঠান হবে যেখানে টেকসইত্ব বজায় রেখে গরীব মৎস্যজীবীরা তাদের মাছ ধরার অধিকার ভোগ করবে এবং মধ্যসত্ব ভোগীদের লাভের বিষয়টিকে বাদ দিতে পারবে উপজেলা মৎস্য কমিটির (UFC:Upazila Fisherise Committee) সভাপতি হচ্ছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - যা ভূমিপ্রশাসনের প্রশাসনিক দায়িত্বের উপর নির্ভর করে

স্থানীয় সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিক মোকাবেলার চেষ্টা করে সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলো অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিকর উপায়ে মাছ ধরা রোধ করতে পেরেছে কজেই তাদের কাছে ব্যবস্থাপনার অধিকার ছেড়ে দেবার মাধ্যমেই মৎস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুফল গরীবদের কাছেও পৌঁছে দেয়া যায় উদাহরণসরূপ, ১৯৯৯-২০০৪ সালের মধ্যে মাচ্ প্রকল্পের আশপাশ এলাকায় গরীব জনগণের মাছ খাওয়ার পরিমাণ ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (মাচ্-২০০৫)

মৎস্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে গেলে মাছ ধরার উপর কিছু পরিমাণ উৎপাদন নিষেধাজ্ঞা থাকা দরকার কিন্তু নিষিদ্ধ মৌসুমে মৎস্যের উপর নির্ভরশীল মৎস্য জীবিদের আয় উলে খযোগ্যভাবে কমতে থাকে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য তখন ক্ষুদ্র পেশাদার জেলেরা অনুরোধ করতে থাকে মাচ্ প্রকল্প ক্ষুদ্র ঋণের সার্থকতার কারণ হিসেবে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয় এছাড়া প্রকল্পটি তরুণদের ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে নতুন পেশায় যাবার সুযোগ সৃষ্টির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছে মাচ্ প্রকল্প মনে করে সুচিন্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে এভাবেই ভবিষৎতে মাছ ধরার উপর চাপ কমানো যাবে

সিংরা

সুপারিশসমূহঃ

নিম্নেবর্ণিত সুপারিশ সমুহ মৎস্য অধিদপ্তরের "অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ:

১. জলমহলের ইজারা পদ্ধতি এমন ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যার মাধ্যমে স্থানীয় জেলে সমাজের দীর্ঘমেয়াদী মাছ ধরার সুযোগ তৈরী হয় মাচ্ প্রকল্পের আরএমওর মতো সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোকে জলমলের ইজারা কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে দেয়া উচিত, যেমন: তারা জলাভূমি সংরক্ষণ করবে, গরিব জেলেদের মাছ ধরার অধিকার সুনিশ্চিত করবে (বিশেষ করে যারা জীবন ধারনের জন্য মাছ ধরে) অভায়শ্রম সংরক্ষণ করবে এবং প্রকৃত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করবে

২. একই নীতিমালা এবং কাঠামো সকল জলমহলের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত "মুক্ত" এবং "বন্ধ" জলাভূমি যার মাঝে সকল আকারের নদীও অন্তর্ভূক্ত তবে এর মধ্যে পুকুর বা চৌবাচ্চা পড়েনা কারণ এগুলো মুক্ত জলাশয়ের অংশ নয়

৩. সমাজভিত্তিক সংগঠনে যারা মাছ ধরার সংরক্ষিত অধিকার ভোগ করে তাদের নামমাত্র ইজারা প্রদান করা উচিত্ব তারা যেন কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত একটি টোকেন হারে প্রতি হেক্টরের জন্য ফি প্রদান করে তাদের ভ্যাট এবং আয়কর মওকুফ করে দেওয়া উচিত্ব

৪. উপরে উলে খ্যবিষয়াদি উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা ফিশারিজ কমিটি (UFC) এবং তাদের পরিবীক্ষণ সাব কমিটির মাধ্যমে অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে যাচাই হওয়া উচিত্ব

৫. উপজেলা ফিশারিজ কমিটি সমাজভিত্তিক সংগঠনের প্রস্তাব মূল্যায়ন উলেখযোগ্য ভাবে করবে যাতে জলাভূমি ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং জলাভূমির সম্পদের স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা বজায় থাকে যখন একটি সংগঠন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত হবে তখন জেলা প্রশাসন ৫০ বছরের জন্য কোন জলাভূমি ঐ সংগঠনকে বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে উপজেলা ফিশারিজ কমিটির

মুল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রতি ১০ বছর পর পর এই বরাদ্দের পুন: অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হবে

৬. যদি সমাজভিত্তিক সংগঠন এর কার্যক্রম পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে উপজেলা মৎস্য কমিটি তাদের সংরক্ষিত অধিকার বাতিল করবে এবং জলমহল আগের মত ইজারা প্রথার আওতায় চলে যাবে যতক্ষণ না নতুন গ্রহণযোগ্য সমাজভিত্তিক সংগঠন ও তাদের পরিকল্পনা পাওয়া যায়

৭. বর্তমান ইজার পদ্ধতি অন্যান্য সকল জলমহলের জন্য চালু থাকা দরকার যতদিন না সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কোনো গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা পাওয়া যায় অথবা উপজেলা মৎস্য কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী কোন সংগঠন পাওয়া যায় সরকারের সংরক্ষণের একটি নীতিমালা ঠিক করা দরকার যাতে সকল ইজারাদার তাদের নিজ নিজ জলমহলের একটি অংশ মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে তৈরি করে ইজারার মূল্য থেকে কিছু টাকা ছাড় দিয়ে সেই অর্থ তাদেরকে অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষ ও সংরক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা যায়

৮. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে উপজেলা মৎস্য কমিটির অধীনে নিয়ে আসা উচিত এটি শুরু করা উচিত উপজেলার সেই সকল জলাভূমি দিয়ে যেখানে গ্রহনযোগ্য সমাজভিত্তিক সংগঠন কাজ করছে পরবর্তীতে পার্শবর্তীজলাভূমি, উপজেলার যেখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি একত্রিত হয়েছে সেখানে এবং অন্যান্য মুক্ত জলাভূমিতে এই পদ্ধতির বিস্তার ঘটানো উচিত

৯. যখন জলাভূমিতে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার সৃষ্টি হবে এবং তাদের সঠিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে তখন সেখানে মাছের পুন:উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করা উচিত, যেমন শুকনো মৌসুমে মাছের বসবাসের জায়গাগুলো পুনঃখনন করা মাছ ধরার উপর চাপ কমানোর জন্য মাছ না ধরা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশেষ করে ডিম দেওয়ার সময় এবং ক্ষতিকর পদ্ধতিতে মাছ ধরার অনুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত

১০. টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা যেহেতু সীমিত আকারে মাছ ধরাকে অনুমোদন করে সেহেতু মৎস্যজীবীদের ঋতুভিত্তিক আর্থিক অনটন মোকাবেলা করার জন্য এবং দারিদ্র্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কিছু সহায়তা প্রদান করা উচিত তবে এটা সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে শর্ত সাপেক্ষ হওয়া উচিত এবং এতে অমৎস্যভিত্তিক আয় ও কর্মকাণ্ডের উপর জোর দেওয়া উচিত জীবিকায়নের সহায়তা প্রদানের মধ্যে থাকবে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ; এবং নতুন উদ্যোক্তাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তার জন্য পর্যাপ্ত বাজার এবং আয়ের সুযোগ রয়েছে

১১. মৎস্য বিভাগকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন এনজিও যাদের টেকসই সমাজ সংগঠন তৈরি করার দক্ষতা রয়েছে এবং বিভিন্ন অমৎস্যভিত্তিক বিকল্প আয় সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে, সে-সব এনজিওকে জড়িত করা উচিত

চ্যালেঞ্জ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

১. ভূমিমন্ত্রণালয়ের এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া, যেটি অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় মৎস্যসম্পদ আলোকে ব্যবস্থাহপনা কৌশলের আলোকে পরিবর্তিত ইজারা নীতিমীলার ভিত্তিতে তৈরী এবং ধীরে ধীরে জলাভূমি থেকে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি বাদ দেয়া

২. স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জলমহালের ভূমি প্রশাসন ভূমিমন্ত্রণালয়ের সাথে রাখা উচিত তবে এর লক্ষ্য পরিবর্তন করা এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে নতুনভাবে অবহিত করতে হবে

৩. উপজেলা জলমহল কমিটির পরিবর্তে উপজেলা মৎস্য কমিটি তৈরী করে তাদের হাতে জলমহলের দায়িত্ব হস্তান্তর করা উচিত যাতে তারা পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং ইজারা ও মাছ ধরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে

৪. মৎস্য অধিদপ্তরের উচিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য বিভাগ ও এনজিওদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এনজিওরাই মৎস্যজীবিদেরকে পরিবর্তিত নীতি অনুয়ায়ী সংগঠিত হতে, বিকল্প আয় বন্টনমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করতে এবং জলাভূমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অনুদান দিতে সহায়তা করবে

REFERENCES

BBS (2001) Statistical Yearbook 2000. Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka.
CBFM-2 (2003) Community Based Fisheries Management phase 2 project annual report. WorldFish Center, Dhaka
DOF (2006) Inland Capture Fisheries Strategy. Department of Fisheries, Dhaka.
MACH (2005) Annual Report 2004-2005. Management of Aquatic ecosystems through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.
Shamsul Huda, A.T.M. (2003) Fishing in muddy waters: policy process for inland fisheries in Bangladesh. Community Based Fisheries Management Project Working Paper 3, WorldFish Center, Dhaka.

রচনা: ড: পল থমসন | **সম্পাদনা:** ডারেল ডিপার্ট ও মাসুদ সিদ্দিকী | **সমন্বয়:** এষা হোসেন | **ভাষান্তর:** ডঃ খুরশীদ আলম

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাছ হেডকোয়ার্টার, বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬, URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net